স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগীদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা আষাঢ় বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 17th June. 1964 { ৫ম সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seavr

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই। অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেন্টস্-ফেভারিট-এ** আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ কর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

ব্যভিচারীর বিচারনৈপুণ্য

—০—

যে কোন কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিকেই ব্যভিচারী বলা হইলেও পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ সংসর্গকারীকেই সাধারণতঃ ব্যভিচারী বলা হয়। আমরা এই জাতীয় ব্যভিচারীর ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের কথা বলিব।

এক রাজার ছেলে পিতার জীবিতাবস্থায় একটি গঙ্গাপুত্র (মড়া ফেলা ডোম) জাতীয় তরুণীর প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন। পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যপদ লাভ করিয়াও তরুণীর কুটিরে গমনাগমন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ক্ষত্রিয় সন্তান এক নিম্নতম ডোম জাতীয়াকে বিবাহ করিয়া পত্নী বলিয়া গ্রহণ করার সৎসাহস অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। প্রত্যহ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সকলে যখন নিদ্রায় অচেতন, তখন রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া বনের মধ্যে যে ক্ষুদ্র পথ ছিল সেই পথ দিয়া ডোমপাড়ায় গতায়াত করিতেন।

প্রত্যহ বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিবার সময় ভাবিতেন—নগরপাল প্রহরী পুলিশের দল রাজকোষ হইতে মাস মাস বেতন খাইয়া থাকে, কই তাহারা তো তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে না। আমি রোজ রাত্রে এই অবৈধ কর্ম্মটি করিয়া থাকি, কই এক-দিনও আমাকে ধরিতে পারিল না! রাজা একদিন কোতোয়ালকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—প্রত্যহ নগরে খুব সতর্ক পাহারা নিশ্চয়ই দেওয়া হয় না কারণ আমার জানা একজন দুর্বৃত্ত রাত্রে আইন অমান্য করিয়াও ধরা পড়ে না কেন? কোতোয়াল বলিল—মহারাজ, প্রত্যহ রাত্রে খুব সতর্ক পাহারার বন্দোবস্ত করিব। রাজা রাজকাছারীতে বসিয়াই কোতোয়ালকে ডাকিয়া বলিলেন—কহ সিপাহী রাতকী বাত্—সিপাহী উত্তর করিল—হুজুর সব ঠিক হ্যায়। রাজা সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। প্রত্যহই প্রত্যুষে কাছারীতে বসিয়াই প্রথমে কোতোয়ালকে কর্ম্মচ্যুত করা হয় যেহেতু সে রাত্রিতে গতায়াতকারী অপরাধীকে ধরিতে পারে নাই। কয়েকদিন এইভাবে পুলিশের পদচ্যুতি দেখিয়া পুলিশ বিভাগে চাঞ্চল্যের উদয় হইল। একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি তরুণ পুলিশের পালা আসিল। সে সকল প্রহরীকে রাত্রে নিদ্রা যাইবার আদেশ দিয়া ভাবিল মহারাজা নিজেই রাত্রে গুপ্তপথে কোথাও গতায়াত করেন কেহ ধরিতে না পারায় প্রত্যহ চাকরীতে জবাব হয়। এই তরুণ কোতোয়াল সকলকে বিশ্রামের আদেশ দিয়া রাজপ্রাসাদের পশ্চাদ্দ্বারের অনতিদূরবর্ত্তী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রহিল। মধ্য রাত্রে দেখিল কে যেন খিড়কির দ্বার খুলিয়া বনপথে চলিতে লাগিল। খিড়কির নিকটে কে জলই হউক কিংবা ভাতের ফেনই হউক ফেলিয়াছিল। রাজার পা পিছলাইয়া গিয়া তিনি আছাড় খাইয়া কোমরের নিম্নাঙ্গে আঘাত পাইয়া হাত বুলাইতে লাগিলেন। কোতোয়াল তাঁহার অনুগমন করিয়া ডোম রমণীর কুটিরের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাজা ও তরুণী এক পাত্রে বসিয়া ভাত খাওয়ার পর রাজা জল খাইতে চাইলে তরুণী ইতর ভাষায় গালাগালি করিয়া বলিল—সোনার গেলাস দিয়েছিস্ তাতেই জল খাবি মনে করেছিস্? চল্ ধোপারা যে ঘাটে কাপড় কাচে সে ঘাটে যেমন জল খাস্ তেমনি খাবি। রাজা বিনীত স্বরে বলিলেন—সোনার গ্লাস দিই যদি লোক জানাজানি হবে তাই দিতে পারি না। রাজা ধোবীঘাটেই জল খেয়ে এসে ডোমদের মড়ার খাটেই শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

পরদিন যথাসময়ে কাছারীতে বিচারাসনে বসিয়া রোজকার মত কোতোয়ালকে ডাকিয়া বলিলেন—কহ সিপাহী রাতকী বাত্।

সিপাহী সেলাম দিয়া উত্তর দিল এমনভাবে যেন মহারাজই বোঝেন আর কেহ না বোঝে—খিড়কি হইতে বাহির হইয়া আছাড় খাওয়া হইতে সুরু করিয়া মড়ার খাটে ঘুম যাওয়া পর্য্যন্ত হিন্দীতে কবিতা করিয়া সিপাহী বলিল—

কহেঙ্গে হুজুর রাতকী বাত্?
পহেলী পটকন চুতড়মে হাত,
পীরিত না মানে ছোটা জাত,
ভুক না মানে জুঠা ভাত,
পিয়াস না মানে ধোবী ঘাট
ঘুম না মানে মুর্দ্দা খাট।

রাজসভার সভ্যগণ কেহই কিছু বুঝিল না কিন্তু রাজা কোতোয়ালের সব বুঝিয়া বলিলেন—তোম্হারা ডবল বেতন আজসে মিলে গা। তোম্ ঠিক ডিউটী দেতা হ্যায়। কোতোয়াল এমন কৌশলে রাজার সম্ভ্রমে আঘাত না দিয়া তাহার কর্ত্তব্যের পরীক্ষা দিল। রাজার আইন রাজা নিজে না মেনে কোতোয়ালের নিকট ধরা পড়ে তার বেতন বাড়ালেন।

শোক সংবাদ

গত ৩০শে মে অপরাহ্ণে মুর্শিদাবাদ অরঙ্গাবাদের তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ও ধনী ব্যবসায়ী মেসার্স মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রাইভেট লিমিটেডের অংশীদার ও ডিরেক্টার শ্রীদুঃখুলাল দাস মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে সহসা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হবার পর ভাগীরথী তীরে বহুলোক উপস্থিত হয়ে তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ধর্ম্মভীরু, সদালাপী, ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সর্প দংশনে মৃত্যু

কিছুদিন পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ থানার কলাবাগ নিবাসী শ্রীহেমচন্দ্র দাসের দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথকে সর্পে দংশন করে। ছয় ঘণ্টার মধ্যে ছেলেটীর মৃত্যু হয়। ছেলেটী বিড়ি বাঁধিয়া পিতাকে সাহায্য করিত।

মর্ম্মান্তিক শোক সংবাদ

রঘুনাথগঞ্জের অন্যতম চিকিৎসক শান্তিময় রায় চৌধুরী গত ১লা আষাঢ় সোমবার ভোর রাত্রি ৪ ঘটিকায় পরলোকগমন করেন। রোগ নাই, ব্যাধি নাই রাত্রি ১০ ঘটিকায় আহারের পর যথারীতি শয়ন করেন, রাত্রি ১২ ঘটিকায় অম্বল হইয়া শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। চিকিৎসককে খবর দেওয়া হয়। তাঁহারা রোগীকে পরীক্ষা করিয়া হতাশ হন এবং অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সকাল হইতেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় সহরময় এই দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। আবাল-বৃদ্ধ বণিতা, দলে দলে তাঁহাকে শেষ দেখার জন্য তাঁহার বাড়ীতে সমবেত হন। বেলা ৮ ঘটিকায় তাঁহার শবদেহ সৎকারের জন্য স্থানীয় শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌরপতি শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রমুখ সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শবানুগমন করেন। তিনি বহুদিন জঙ্গিপুর পৌরসভার সদস্য, রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের সম্পাদক, রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের সভ্য ও স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি সহধর্ম্মিণী, তিন পুত্র, দুই কন্যা, চারি ভ্রাতা, পাঁচ ভগিনী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা স্বজন বিয়োগজনিত ব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে মঙ্গলজোন গ্রামের বটতলায় জোতকমল কাঁসারী-পাড়ার গোয়ালাদের বাথান ছিল। ৩রা আষাঢ় বুধবার বৈকাল ৫ ঘটিকায় বজ্রাঘাতে তিনজন গোয়ালা ও একজন গ্রামবাসী মারা গিয়াছে। পাঁচজনকে অজ্ঞান অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী শাস্ত্রী

৪ঠা জুলাই লণ্ডন যাত্রা

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আগামী ৪ঠা জুলাই লণ্ডন যাত্রা করিবেন।

লণ্ডনে অবস্থানকালে কাশ্মীরসহ ভারত-পাকিস্তান সমস্যাসমূহ সম্পর্কে তিনি প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর সহিত প্রাথমিক আলোচনা করিবেন।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দর-নায়কের সহিতও তাঁহার আলোচনার কথা আছে।

শাস্ত্রীর নির্ব্বাচনে বাংলা আনন্দিত

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের নূতন রাষ্ট্রনায়ক পদে নির্ব্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশের জনসাধারণ আনন্দিত হইয়াছেন। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন মহলে এই আশা জাগিয়াছে যে, নূতন প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীজী আগের মতই এই রাজ্যের বিশেষ সমস্যাগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার বিবেচনা করিবেন।

কংগ্রেস মহলে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সাড়া জাগে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও এই আশা প্রকাশ করেন যে, শাস্ত্রীজী ভারতকে আকাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালনা করিবেন।

নূতন শিক্ষামন্ত্রী

গত ১১ই জুন বৃহস্পতিবার সকালে রাজভবনে শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু শপথ গ্রহণ করান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী শ্রী সিংহ এই দিন সকালেই কিছুক্ষণের জন্য মহাকরণে তাঁহার কক্ষে বসেন। এই সময় তিনি বিভাগীয় অফিসারগণের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে তিনি এইদিন অনুষ্ঠিত মন্ত্রি-সভার বৈঠকেও যোগদান করেন। বিকালে তিনি পুনরায় মহাকরণে তাঁহার ঘরে বসেন এবং বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিশ্রের সহিত দপ্তরের কাজকর্ম্ম সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন।

মাতার আশা

ভারতের নূতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর জননী শ্রীমতী রামদুলারী দেবী (৮১ বছর) চাহেন যে, তাঁহার যোগ্য পুত্র ভারতকে সমৃদ্ধির পথে লইয়া যাওয়ার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করুন এবং সেজন্য প্রয়োজন হইলে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকুন।

করিৎকর্ম্মা

পাঞ্জাব রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে রাজ্যের কোন মানচিত্র (রাজনৈতিক) নাই। এ অবস্থাটি দুই এক বছর যাবৎ চলিতেছে না—চলিতেছে ১৯৬০ সাল হইতে। গুরুতর মুদ্রাকর প্রমাদের জন্য ১৯৫৯-৬০ সালে সেই যে মানচিত্রগুলি স্কুল হইতে সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত কোন নূতন মানচিত্র আঁকা হয় নাই।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

১৯৬৪ সালের ১৩২নং অন্য মোকদ্দমা

বাদী—হড়হড়ি গ্রামের সর্ব্বসাধারণ পক্ষে মাতব্বর ১। মির্জা কুতুবুদ্দিন

বিবাদী—হাজি সামশুল হোদা সেখ

এতদ্দ্বারা থানা সাগরদীঘি অধীন হড়হড়ি গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে নওপাড়া মৌজার ৩০৩নং খতিয়ানের ১৩-৭১ একর সম্পত্তির ভ্রমাত্মক রেকর্ড এর বিরুদ্ধে বাদী হড়হড়ি গ্রামের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিবাদী নামে এক চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকর্দ্দমা করিয়াছেন তাহাতে কাহারও বাদী শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা করিলে বা কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ২৫।৬।৬৪ তারিখে ১০৷০ টার সময় উপস্থিত হইয়া আপত্তি দর্শাইবেন। তজ্জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল। ইতি—

By Order,
of the Court
Hirendra Kumar Roy, Sheristadar,
2nd Munsif,s Court Jangipur.

11. 6. 64

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের
আমলা কেশ

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২)

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—*শ্রীননীগোপাল সেন*, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং ***বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি*** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মুল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে
ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

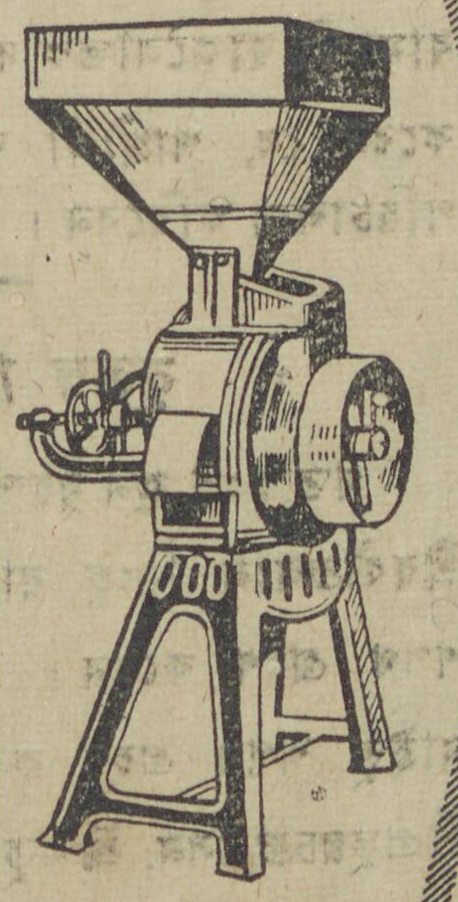

★আই, সি, আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

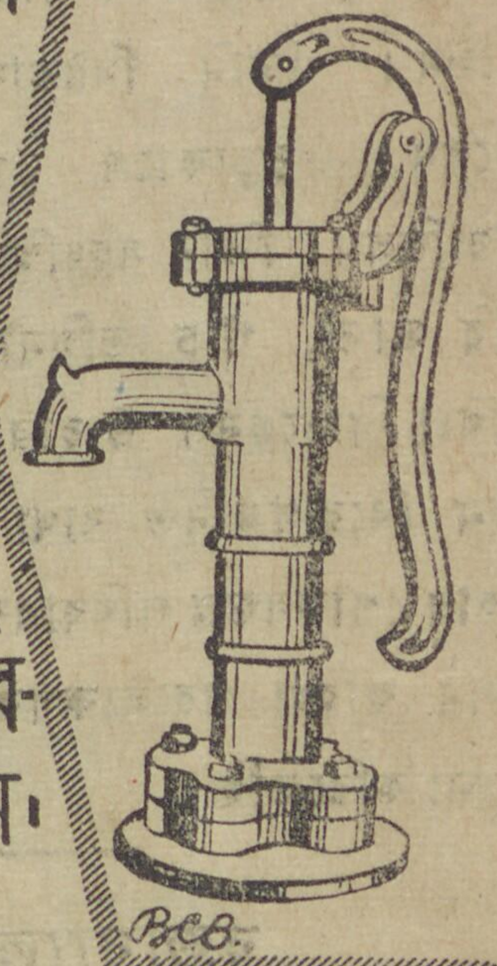

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়্যার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)